AS

History - Interpretation

History comes from Greek historia meaning inquiry; knowledge acquired by investigation. It is the past as it is described in written documents & the study thereof. Events occurring before written records are considered prehistory. 'History' is an umbrella term that relates to past events as well as the memory, discovery, collection, organization, presentation & interpretation of information about these events. Scholars who write the history are called historians.

History also includes the academic discipline which uses a narrative to examine & analyse a sequence of past events and objectively determine the patterns of cause & effect that determine them. Historians sometimes debate the nature of history & its usefulness by discussing the study of the discipline as an end in itself & as a way of providing 'perspective' on the problems of the present.

Stories common to a particular culture but not supported by external sources are usually classified as cultural heritage or legends. Herodotus a 5th century BC Greek historian is considered

within the western tradition to be the "father of history". Their works continue to be read today & the gap between the culture focused Herodotus & the military focused Thucydides remains a point of contention in modern historical writing.

Many historians believe that Indians did not believe in writing History. Though Indians had excelled themselves in science, geography, literature, architecture & many other field. But this view is not accepted. They give examples of Kharavela of Kalinga, Rudradaman, Samudragupta Palas, Rashtrakutas etc.

Vedas are religious in form but with little historical information. One cannot trust what is written as political character in it. The epics Mahabharata & Ramayana gives an echo of historical event. The Aryans were war like people & made alliance as well as enemies in ~~thier~~ their time. Smritis of Manu, Vishnu Yajnavalkya, are a good source to know about the rules followed by common people

Puranas like Vishnu purana, Vayu purana Matsya purana is an important source of history. Buddhist & Jaina literature, Arthasastra

of Kautiya provide historical information.
Early Indian notion of history is provided by the religious sources & myths that have been given to us through generations. Historians have to first question everything that the sources tells us, guess a lot of things to find out about early history. But its very wrong to say Indians lack any historic data.

৫/ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কারন সম্পর্কে আলোচনা করো. ④

১৭৫৭ খ্রি: পলাশির যুদ্ধের পর থেকে একশ বছরের মধ্যে ভারতের এক বিস্তীর্ন অংশে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ইংরেজ সামরিক শক্তির কাছে পরাজিত হলে ও ভারতীয়রা কোনদিনই ইংরেজ শাসন কে মেনে নিতে পারেনি, লর্ড ডালহৌসির সাম্রাজ্যবাদী নীতি রাজন্যবর্গ ও প্রজাবর্গের মনে এক তীব্র ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করে,

<u>রাজনৈতিক কারন</u> স্বত্ববিলোপ নীতি ও কুশাসনের অজুহাতে ব্রিটিশরা সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, তাঞ্জোর, কর্ণাট, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করেন, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও এর দত্তক পুত্র নানা সাহেবের বাৎসরিক ভাতা ও পেশোয়া পদ-তিনি লুপ্ত করেন, ঐতিহাসিক জন কে (John Kaye) এর মতে রাজপরিবারের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নাগপুরের রাজপ্রাসাদ লুন্ঠিত হয়, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃনা ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের মনে তীব্র আতঙ্ক ও অসন্তোষের সৃষ্টি করে, ইংরেজ কর্তৃক অধিকৃত বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজপরিবারের আশ্রিত ব্যক্তিগন, জমিদার, তালুকদার ও সেনাদল কর্মচ্যুত ও জীবিকাহীন হয়ে পড়ে, এর ফলে তাদের মধ্যে তীব্র নৈরাশ্য ও প্রবল অসন্তোষ দেখা দেয়,

<u>অর্থনৈতিক কারন</u> ইংরেজদের স্বৈরাচারী ও সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক শোষনের ফলে দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয়দের মনে তীব্র অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়, ১৭৫৭ - ১৮৫৭ খ্রি: - এই একশ বছরের মধ্যে কোম্পানি এ দেশ থেকে প্রচুর সোনা রুপো ইংল্যান্ডে নিয়ে যায়, তাদের একচেটিয়া বানিজ্যিক অধিকার যেমন এ দেশীয় বনিকদের দুর্দশার কারন হয় তেমনি শুল্ক রহিত ইংল্যান্ডে তৈরি

Scanned by CamScanner

DATE | PAGE NO | EXPT NO

[illegible] পণ্য সামগ্রীর সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় দেশীয় কুটির শিল্পজাত সামগ্রী টিকতে পারে নি, এর ফলে ভারতীয় শিল্প বিশেষত তাঁত শিল্প ধ্বংস হয় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, ভারত পরিণত হয় ব্রিটেনের ও ল্যাঙ্কাশায়ারের কাঁচামাল সরবরাহের উৎস ও উৎপন্ন পণ্যের খোলাবাজারে।

এ সময় লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা, প্রাচীন জমিদার সম্প্রদায় ও সাধারণ কৃষকশ্রেণীর জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে, অন্যদিকে রায়তওয়ারি ব্যবস্থার ফলে ভূমি রাজস্বের পরিমাণ প্রায় তিরিশ-চল্লিশ গুণ বৃদ্ধি পায়, বেন্টিঙ্কের ভূমি বাজেয়াপ্ত নীতির ফলে বহু প্রাচীন জমিদার বংশ অবলুপ্ত হয় এবং মহাবিদ্রোহের পাঁচ বছর আগে ডালহৌসি নিযুক্ত ইনাম কমিশন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রায় ২০০০০ জমিদারি বাজেয়াপ্ত করায় দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো ভঙ্গুর হয়ে ওঠে, দরিদ্র কৃষকদের ওপর অমানবিক করের বোঝা চাপানো হয়, নতুন ভূমিরাজস্ব বন্দোবস্তের ফলে সাধারণ কৃষকরা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে, তাই ভূমি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত স্বার্থ রক্ষার জন্য সাধারণ ভারতবাসী বিদ্রোহে অবতীর্ণ হয়, তাঁর মতে ধর্মীয় কারণের চেয়ে অর্থনৈতিক স্বার্থই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, অযোধ্যার রাজধানী লক্ষ্ণৌ তালুকদারদের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়, নবাবের সেনাদল ভেঙে দেওয়া হয় এবং রাজকর্মচারী ও অনুগৃহীতদের বেতন বন্ধ হয়ে যায়, ইংরেজ শাসনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তালুকদার শ্রেণী, বংশ পরম্পরায় তারা যে জমিদারি ভোগ দখল করেছিল, সেগুলি থেকে তারা বিতাড়িত হয়, এই সব বিক্ষুব্ধ তালুকদার, তাদের অধীনস্থ কৃষক, কর্মচ্যুত সেনাদল ও কর্মচারীদের বিক্ষোভে অযোধ্যা অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে, তারা নিজেদের অধিকার ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে একযোগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অযোধ্যার নবাবকে অপসারিত করা এবং সেখানে নতুন ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভূস্বামীদের জমির

LOKENATH

অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ফলেই অযোধ্যার বিদ্রোহ একটি গণবিদ্রোহের রূপ ধারন করে। এছাড়া ভোমরেন কর, বন কর, বাড়িঘর, পথ কর ও অন্যান্য নানা করভার প্রজাদের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে, দরিদ্র কৃষক এক শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়।

<u>সামাজিক কারন</u> ভারতে কোম্পানির শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সময় থেকেই ইংরেজরা ভারতবাসী, তাদের আচার আচরন ও সামাজিক রীতিনীতিকে তীব্রভাবে ঘৃনা করত, ইংরেজদের চোখে ভারতীয়রা 'বর্বর' ছাড়া অন্য কিছু ছিল না, লর্ড কর্নওয়ালিশ সরকারি উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ করেন কারন তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয়রা সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত, ভারতীয়দের প্রতি এই ধরনের বিদ্বেষমূলক ঔদ্ধত্যপূর্ন আচরন শাসক ও শাসিতদের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করে, এর ফলে ইংরেজদের সম্পর্কে ভারতীয়দের মনে স্থায়ী সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি হয়, ১৮৩৩ খ্রি: সনদ আইনে এ জাতি ধর্ম বর্ন নির্বিশেষে সকল যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয়কে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার দেওয়া হলেও, বাস্তবে ভারতীয়দের প্রতি বঞ্চনার নীতি গ্রহন করা হয়।

<u>ধর্মীয় কারন</u> খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচারের চেষ্টা এবং হিন্দু মুসলিম ধর্ম ও দেব দেবী সম্পর্কে তাদের বিষোদগার ভারতীয় মনে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বাইবেল পড়ানোর ব্যবস্থা, খ্রিস্টধর্ম প্রচার, ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের বিভিন্ন সুযোগ প্রদান – এ সব কিছু ভারতীয়রা ভালোভাবে মেনে নেয়নি। ইংরেজি শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা বিবাহ, সতীদাহ প্রভৃতি আইন এমনকি রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি প্রবর্তন ভারতীয়দের মনে ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক তীব্র সন্দেহের সৃষ্টি করে।

<u>সামরিক কারন</u> ইংরেজদের ~~এই দেশে~~ সামরিক বাহিনীর মূল ভিত্তি ছিল ভারতীয় সৈনিকরা, তাদের সাহায্যেই ভারতের ব্যাপক অংশে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, নানা কারনে দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব তীব্র হয়ে ওঠে। <u>প্রথমত</u>, সামরিক বাহিনীতে সিপাহিদের

Scanned by CamScanner

নিকৃষ্ট শ্রেনীর জীব বলে গন্য করা হত, দ্বিতীয়ত, বেতন, পদমর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি ভারতীয় সিপাহিদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে, সেনাবাহিনীর ইংরেজ কর্মচারীদের তুলনায় ভারতীয়দের বেতন ছিল কম, তাদের পদোন্নতির কোনও সুযোগ ছিল না, ইংল্যান্ড থেকে আসত যে কোনও তরুন ইংরেজ সেনা দক্ষ ও অভিজ্ঞ ভারতীয় সৈনিকদের চেয়ে বেশি বেতন, পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করত, তৃতীয়ত, দেশীয় সিপাহিদের অধিকাংশ সময় বহুদূর প্রদেশে যাত্রা করতে হত, তাদের এই জন্য অতিরিক্ত ভাতা দেওয়াও বন্ধ করা হয়েছিল যা তাদের মধ্যে চরম অসন্তোষের সৃষ্টি করে, চতুর্থত, খ্রিস্টান মিশনারিরা হিন্দু মুসলিমদের ধর্মের বিরুদ্ধে নিন্দা করতেন যা তাদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত করত, পঞ্চমত, প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯ খ্রি:) ও ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-~~[illegible]~~ ৫৬ খ্রি:) ইংরেজ সেনাবাহিনীর সীমাহীন দুঃখ দুর্দশার কাহিনী ভারতীয় সেনা বাহিনীর মনে আশার সঞ্চার করে, ষষ্ঠত ~~[illegible]~~ সাধু সন্ন্যাসীদের ভবিষ্যত বানী যে পলাশির যুদ্ধের একশ বছরের মধ্যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবলুপ্তি ঘটবে সিপাহিদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করে,

প্রত্যক্ষ কারন — এই সময় এনফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায়, এই রাইফেলের কার্তুজের খোলসটি দাঁতে কেটে রাইফেলে ভরতে হত, এই খোলসটি গোরু ও শুয়োরের চর্বি দিয়ে তৈরি হত, ধর্মচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় হিন্দু মুসলিম সিপাহিরা এই কার্তুজ ব্যবহারে অসম্মত হত, তবে এটি বিদ্রোহের প্রধান কারন নয়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতে এই কার্তুজগুলি ধ্বংস করে ফেলা হলেও বিদ্রোহ ঘটত, কারন বিদ্রোহের মূলে ছিল জনগনের প্রবল অসন্তোষ, এই মহাবিদ্রোহের ও বিদ্রোহীরা কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই চর্বি মাখানো কার্তুজই ব্যবহার করেছিল।

DATE | PAGE NO | EXPT. NO

Write about the causes of the Revolt of 1857.

In 1857 during the rule of the Governor general Lord Canning (1856-62) a revolt spread over a large part of India. This revolt shook the foundation of the British administration. It was first started by the Indian soldiers of the East India Company. But it slowly spread throughout India. People from all walks of life - the kings, citizens, soldiers and common men joined the revolt.

There were various political, economic, social religious and military reasons behind the outbreak of the Great Revolt of 1857

POLITICAL CAUSES Within 100 years of the Battle of Plassey the British rule was established over a large part of India. Though the Indian rulers were forced to bow down to the British supremacy they ~~Indian rulers were~~ accepted the dominance reluctantly. The open imperialistic policy of Lord Dalhousie ignited strong anti British fellings among the kings and the citizens. Through Doctrine of Lapse and under the pretext of ill governance, he annexed the states of Satara, Sambalpur, Nagpur, Jhansi, Tanjore, Karnataka, Awadh etc. He annulled the annual pension and Peshwa title of Nana Saheb, the adopted son of Peshwa Baji Rao II. He drove out the Emperor of Delhi from his palace & abolished his title.

LOKENATH®

According to John Kaye the Britishers shamelessly looted the palaces of Awadh and Nagpur together with the elephants and horses. This act aroused strong resentment among the common people.

ECONOMIC CAUSES Due to the autocratic and well planned economic extortion by the British, there was a strong resentment brewing in the minds of the Indians. Between 1757 and 1857, the Company despatched a vast quantity of gold and silver to England. Their monopoly over trade caused acute distress among the native traders. Similarly, due to unequal competition with the tax free goods from England, the produce of the Indian cottage industries could not survive. Therefore, Indian cottage industries mainly the textile industries were destroyed leading to the rise of unemployment. India became the source of raw materials for the factories in Manchester and Lancashire & open market for the finished goods.

The land reform and the land revenue policies of the British pushed the country to extreme uncertainty. The Permanent Settlement made by Lord Cornwallis brought devastation in the life of the farmers, old zamindars & the common villagers. There was thirty to forty percent increase of revenue in Madras due to the Ryotwari System. The British policy of the revenue

2 of 4

DATE | PAGE NO. | EXPT. NO.

introduced in Awadh caused much suffering among the talukdars & farmers. By 1856 about 21000 talukdars lost their zamindari. These enraged talukdars & the farmers joined together against the British. The native rulers sponsored administrators, government servants etc and maintained artists, mosques, writers, musicians etc. With the abolition of such native kingdoms these men & the institutions were on the verge of extinction. Thus the cumulative effect of the British subjugation provoked the people to take up arms

SOCIAL CAUSES Since the inception of the Company's rule in India, the Britishers looked down upon the Indians, their ways & their social customs. To them Indians were nothing but barbaric. Lord Cornwallis banned the appointment of the Indians to any high posts of the government. This kind of arrogance created a wide gap between the ruler & the ruled.

RELIGIOUS CAUSES The Indians strongly reacted to the preaching of the Christian missionaries, their attempt to convert people to their religion and their propaganda against both Hindu & Muslim religions. In the government institutions an arrangement was made for teaching the Bible. Tax was imposed on religious and charitable organisations run by people of other religions. A strong suspicion was sown in the minds

of the Indians against the British due to introduction of western education, women's education, widow remarriage etc. Even the Indians had reservation against the introduction of railways, telegraph & irrigation system on the Ganges. The conservative Indians were suspicious about the motive of the British.

MILITARY CAUSES The Indian soldiers were the main pillars of the British army. It was with their help that the British supremacy was established in India. The Indian soldiers resented the British as there was discrimination regarding salary, position and other facilities between the British and the Indian soldiers. Most of the time the native soldiers were required to fight in distant places for which they were paid no extra allowances.

IMMEDIATE CAUSE The ground for the revolution was already prepared. The spark of flame was supplied by the introduction of Enfield Rifles. The coating on the cartridge used in the rifle had to be bitten off before loading. This coating was made with the fat of cows and swines. The Indian soldiers were discontented with this. According to Harishchandra Mukherjee the revolt would surely have taken place even if these cartridges were destroyed in front of the sepoys, because the cause of the revolt was a profound public discontent.

প্রঃ ক্যান্টন ব্যবস্থা ও তার অবসান সম্পর্কে আলোচনা কর। বা ব্যাখ্যা কর :– (১০)

Ans ছিং যুগের আমলে চীনের সঙ্গে প্রতীচ্যের তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। ক) গণ্ডুয়ার প্রথা, খ) ক্যান্টন প্রথা, গ) চুক্তি প্রথা, এই তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে প্রতীয়মান হয়, কিভাবে চীন স্ব-আরোপিত অবরোধসুলভ থেকে বিদেশী শক্তির সাথে সমপর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ১৮ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে ১৮৪২ সাল পর্যন্ত চীন, ম্যাকাও এবং ক্যান্টনের মধ্যে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে বিদেশীদের আগমনের পথকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। ঊনিশ শতকে পাশ্চাত্য দেশ এবং প্রাচীন ঐতিহ্যশালী দেশে প্রচলিত পারস্পরিক যোগাযোগ এবং সমমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক রীতিনীতি সম্পর্কে চীন সরকারের ছিল অবজ্ঞা প্রসূত ও ঔদাসীন্য। প্রকৃতপক্ষে চীনের আর্থিক অবস্থা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ যা ছিল পরিপূর্ণ। অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যের কোন প্রয়োজন তারা অনুভব করত না।

১৮৫৭ খ্রীঃ পূর্বে চীন সরকার প্রত্যক্ষভাবে সরকারি স্বীকৃতি ছাড়া পশ্চিমী শক্তিকে দেশে প্রবেশাধিকার দেওয়ার পরিবর্তে পরোক্ষভাবে তাদের বাণিজ্য করতে আংশিক স্বীকৃতি দেন। কিন্তু তা ছিল শর্তসাপেক্ষ। প্রকৃতপক্ষে চীনের দক্ষিণে অবস্থিত ক্যান্টন বন্দরের মধ্যেই বৈদেশিক বাণিজ্যকে কেন্দ্রীভূত রাখতে হত। পর্তুগীজরাই সর্বপ্রথম ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ক্যান্টনের কাছে ম্যাকাও-তে একটি অস্থায়ী উপনিবেশ গড়ে তোলে। পর্তুগীজদের অনুসরণ করে অন্যান্য বিদেশী শক্তি, যেমন স্পেনীয়, ডাচ, ইংরেজ, আমেরিকান এবং অস্ট্রিয়ানরা বাণিজ্যের জন্য চীনে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করতে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চীনে ছিং বাণিজ্য বিশেষত, ইঙ্গ-চৈনিক বাণিজ্য চীনের দক্ষিণে অবস্থিত ক্যান্টন বন্দরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত।

ক্যান্টন বাণিজ্যের উদ্ভব এবং বিস্তারের ক্ষেত্রে দুটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে — ক) চুসান দ্বীপ, নিংপো, অ্যাময় বন্দরের বহিঃঅঞ্চলে বাণিজ্য করার পর ইংরেজরা তার নৌবাণিজ্যকে কেন্দ্রীভূত করে ক্যান্টন বন্দরে যার অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সহজে যাওয়া যেত এবং খ) ইংরেজদের তরুণী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চীন থেকে প্রথম দিকে রেশম, চা, তামা, চিনি, সুগন্ধি, এবং অন্যান্য চীনা

পণ্য(দ্রব্য) আমদানী করলেও পরবর্তীকালে পশ্চিমী বণিকরা তাদের সমস্ত আমদানী বাণিজ্য চা এবং রেশমের উপর কেন্দ্রীভূত করে, ১৮ শতকে চা ইংরেজদের প্রধানতম জাতীয় পানীয়ে পরিণত হয় ফলে ইংরেজ সরকারের জাতীয় আয়ের একাংশ আসতো চীনের চা এবং রেশমের শুল্ক নির্ধারে আদায় করতে সক্ষম হয়েছিল। অতএব ক্যান্টন বাণিজ্যের বিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করতে পারি, ① চীনের সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য ② চীনের ইউরোপের সাথে ক্যান্টন ভিত্তিক, এবং ③ ইউরোপের সাথে চীনের আফিম বাণিজ্য।

চীন অর্থনীতিতে অত্যন্ত সাহায্য ইংরেজ বণিকের ভারতকে কেন্দ্র করে পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ক্যান্টনভিত্তিক ব্যবসায়ের কারণে চীন অর্থনীতি অনিশ্চিত জটিল হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে ব্রিটেন শিল্পবিপ্লবের সময়কালে অর্থনৈতিক সমস্যার মুখোমুখি হয়। এই সমস্যা দূর করার জন্য ব্রিটেনের শিল্পমহল চীনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে শুরু করে এবং চীনা জনসাধারণকে নিজেদের পণ্যের খোলার চেষ্টা করতে থাকে। এসময় চীনের আত্মনির্ভর অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত মালিকদের সাথে কুটির শিল্প প্রচলিত ছিল যা তাদের নিজেদের তৈরী দ্রব্য ক্রয় করতে উৎসাহিত করে। ১৭৮৫-১৮২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ৮ বার চীনে সুতি বস্ত্র বিক্রয়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। অপরদিকে ব্রিটেন চীনের চা থেকে প্রতিবছর যে বিপুল পরিমাণ রৌপ্য মুদ্রা নিয়ে যেত, যা এখনই ব্রিটেন থেকে ভারতে উপনিবেশে, ভিতর দিয়ে যে কোনো প্রকারে প্রতিযোগিতায় ব্যয় হচ্ছিল। তারা এই অতিপ্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যে কালক্রমে উৎপন্ন আফিম এমন করে তা বিক্রয়ের জন্য চীনে এক বৃহৎ বাজারের সন্ধান পায়।

চীনা সরকারের কাছে, এই বাণিজ্য কোন গুরুত্ব ছিল না এবং ক্যান্টন ব্যবস্থাও ছিল তাদের কাছে অর্থহীন, কারণ স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্বে বিশ্বাসী চীনাদের কাছে বিদেশী পণ্য দ্রব্য প্রয়োজনীয় ছিল না, কিন্তু ইউরোপীয়দের কাছে চীনা দ্রব্য ছিল লোভনীয় বস্তু। ফলে এই বাণিজ্য একতরফা একপাক্ষিক হয়ে আছে। চীনারা একথা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে ব্রিটিশরা তাদের কী জীবনধারণের জন্য চীনাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এর অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসেবে

চীনের আমে পশ্চিমী শক্তির কেবল করদ হিসেবে অর্থ সুবিধা করতে পারে। এরকম মুনাফা লোভী ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশে আঘাত করার জন্য তারা 'নজরানা প্রথা' এবং 'কোটাও প্রথা' চালু করেন। চীন সরকারের মতে চীনের বিদেশীরা যে মুনাফা সুবিধা ভোগ করত তা তাদের নয় বরং সম্রাটের কৃপার দান।

যে সময় ইউরোপীয় বণিকরা ক্যান্টন প্রথায় অভ্যস্ত হয়েছিল তারা এই প্রথা এবং অধীনতাকে দুঃসহ বলে মনে করতে শুরু করে। ব্রিটেনের সরকারী দপ্তর থেকে কোনো লাভ হয় যে ১৭৯৩ খ্রী: লর্ড ম্যাকার্টনি এবং আমহার্স্টকে সম্রাট দরবারে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ কোটাও প্রথা মানেন নি।

ক্যান্টনে ১৭১৫ খ্রী: ইংরেজদের একটি কোম্পানী স্থাপিত হয় এবং ওয়েডেলের নেতৃত্বে ক্যান্টনে ইংরেজরা প্রবেশ করে ও ১৬৩৭ খ্রী: তাদের কুঠি নির্মিত হয়। ক্যান্টনে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, অন্যান্য বাণিজ্যিক শক্তির ন্যায় বিদেশী বণিকদের নানা অসম্মান ও অধীন হতে হত, ক্যান্টন বাণিজ্য অনুযায়ী বাণিজ্য শুধু চীন বণিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত, অবশ্য ক্যান্টনে পৌঁছানো মাত্রই তা কো-হং বণিকরা বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত শুল্ক ও কর আদায় করতেন, কিন্তু তার মধ্যে আবার সরকারি নির্দিষ্ট এক নিয়মে পৌঁছত, ফলে এই বাণিজ্যের সম্পূর্ণ চীন সরকারের অনেকখানি ক্ষতির অধীন হতে হত। পরবর্তীতে বিদেশী বণিকদের ভাগ্য নির্ধারিত হত, এই বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত 'হং' বণিকদের দ্বারা পণ্যের দাম নির্ধারণের কোন অধিকার বিদেশীদের ছিল না তা ছিল হং বণিকদের হাতেই। আবার হং বণিকরা ছিল "হোপো" নামক কর্মচারীদের অধীনস্থ। ক্যান্টন শহরের নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে হং কোম্পানীর যে ১৩টি কুঠি তৈরী করে দিয়েছিল সেখানেই ইংরেজ ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়িক লেনদেন করত।

উল্লিখিত কারণের জন্যে সাবিস্তর আঙ্গিকে যে সব প্রশ্নে বাণিজ্য উঠেছে তার মধ্যে ক্যান্টনে বিদেশী বণিকদের দৈনন্দিন জীবন ছিল দুঃসহ, তবে, মুনাফার লোভে বিদেশীরা ক্যান্টনের বাণিজ্য ছেড়ে চলে আসতে চায়নি। ক্যান্টনের কাজকর্মে বিদেশীদের বাণিজ্যের ভিত্তিমূলকে চীনের স্বার্থ বিরোধী প্রমাণ করে অর্থাৎ হার ২০০গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্যান্টন বাণিজ্যের প্রধান অংশীদার ছিল ব্রিটেন এবং চীন থেকে যে আমদানি করে তারা প্রচুর

স্বাক্ষর অর্জন করত। প্রতি বছর E.I.I.C.-এর পণ্য কোনরূপ আমদানি ক্যান্টনে পৌঁছলে বণিকদের নানাবিধ অর্থ, উপঢৌকন শুল্ক দিতে হত এবং কোহং ও ১৩ বণিকের কর্মচারীদের দেশের ভিতর প্রবেশ করতে দিত না এবং সোজাসুজি কোন ক্রয়বিক্রয় করতে দিত না।

এসময় বহির্বিশ্ব সাপেক্ষে ক্যান্টন বাণিজ্য কিন্তু ব্রিটিশদের কাছে অলাভজনক থাকে, একতরফা এ বাণিজ্য চীনের আমদানির তুলনায় রপ্তানি বেশি থাকত তাই চীনেরই এই বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের লাভবান হত, তাই ব্রিটিশ বণিকরা এমন এক পণ্যসামগ্রী খুঁজে বের করার চেষ্টা করে যা চীনে সহজেই বিক্রি করা যাবে এবং তার চীনের ~~কর~~ পণ্যসামগ্রীর দাম ঐ দ্রব্যটির মাধ্যমে সহজেই মেটাতে সক্ষম হবে। আফিমের মাধ্যমে তারা এরূপ সামগ্রীর সন্ধান পায়।

চীনারা তাং বংশের সময় থেকেই এই নিরাময়কারক ঔষধের ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই সময় এটি শুধুমাত্র আরামদায়ী মাদক ও ঔষধি হিসাবে ব্যবহৃত হত। সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভের কালে বা উপনিবেশ থেকে আফিম তাদের কাছে একটি নেশার দ্রব্য হিসাবে পরিচিত হয়, এর প্রতিকার স্বরূপ ১৭২৯ খ্রীঃ সম্রাট ইয়ং-চেং আফিমের সেবন ও বিক্রয়ের বিরুদ্ধে একটি নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। শীঘ্রই বন্দরে তা ঘুষপ্রথার ব্যবহার করে সম্ভব হয়নি। ১৮৩৩ খ্রীঃ ব্রিটিশদের চীনে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত হওয়ার দরুন চীন থেকে কেনা চা ও রেশমের দাম রুপোর বদলে আফিম দিয়ে মেটাতে থাকে, ফলে নানা বহিরাগতদের অতিক্রম সত্ত্বেও ১৮৩৮ খ্রীঃ আফিমের বাণিজ্য চীনে অব্যাহত থাকে এবং চীনে আফিমের পেটির সংখ্যা ৭৫০০-৭০০০ পৌঁছায়। গ্রিন এর মতে "Scrumbling Dragons" নামে পরিচিত চোরাকারবারীদের নৌকা উপকূল থেকে দেশের অভ্যন্তরে কোটি খুচরো ~~ব্যবসায়ীদের~~ বিক্রেতাদের সরবরাহ করত। বলা বাহুল্য, এতে ইউরোপীয় ও চীনা ব্যবসায়ীদের প্রাপ্তির বিপুল হোলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই আফিম ব্যবসা ক্যান্টন ব্যবস্থার অবসানের একটি প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়।